মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd November, 2025

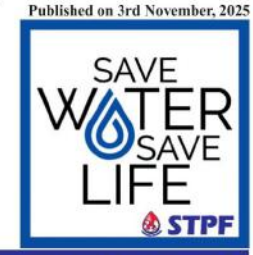

November, 2025 Volume-XI, Issue-IX | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

নিয়ম শিথিল

নয়াদিল্লি- চাকরির মেয়াদ শেষের আগে কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) টাকা তোলার ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করল পি এফের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদ। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অছি পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদানির জন্য

নয়াদিল্লি- লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার ৩৯০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে আদানি গোষ্ঠীতে। এই অভিযোগ করেছেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

জয় এনসি-র

জম্মু- জম্মু-কাশ্মীরে রাজ্যসভার নির্বাচনে বড় জয় পেল শাসকদল ন্যাশানাল কনফারেন্স (এনসি)। চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জয়ী হয়েছে তারা। একটি আসনে জিতেছে বিজেপি।

কার্বাইড গান

ভোপাল- গোটা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে ১৫টি শিশু কার্বাইড গানের দৌলতে পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এই নতুন বাজি অন্যান্য রাজ্যেও বানানো হয়েছে। কার্বাইড গান বিস্ফোরণে জখম হয়ে ওই রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ১২২ জনেরও বেশি শিশু হাসপাতালে চিকিৎসারত।

১২ রাজ্যে এস আই আর

নয়াদিল্লি- জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল ২৮ অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ রাজ্যে এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এস আই আর-এর কাজ চালু হয়ে গেল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৭ ফেব্রুয়ারি।

বিহারের ভোট

নয়াদিল্লি- বিহারে দু'দফায় ভোটের দিন ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মোট ২৪৩টি আসনের জন্য প্রথম দফায় ৬ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ নভেম্বর ভোট গ্রহণ করা হবে। ফলপ্রকাশ হবে ১৪ নভেম্বর।

আপত্তি রদ

নয়াদিল্লি- পশ্চিমবঙ্গে ফের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট এই প্রকল্প চালু করার আদেশ দিয়েছিল। সেই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় কেন্দ্র। কেন্দ্রের কোন আপত্তি গ্রাহ্য হল না।

এক পলকে রাজ্য

বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি- পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার। ১০ অক্টোবর পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যাটা দাড়িয়েছে ৫০-এ। ভেসে গিয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পশুরা। একরাতে অর্থাৎ ৪ অক্টোবর রাতে আটটি এলাকায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব নদীগুলি বিপদসীমার অনেক ওপর দিয়ে বইছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকেই।

সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- এই রাজ্যের সব জেলায় দ্বিস্তরীয় বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র চালু করেই রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন বাকি কাজ সম্পন্ন করে নেবে।

মৃত পরিযায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি- তামিলনাড়ুতে কাজে যাওয়ার পথে পরিযায়ী শ্রমিক পথিক হেমব্রমের (৩২) দেহ পাওয়া গেল কানপুরের রেললাইনের পাশে। মৃতের পরিবারের দাবি, তাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে।

কৃষি কলেজ

উদ্বোধনে মহারাজ

পুরুলিয়া- রাজ্যে এই প্রথম পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের তত্ত্বাবধানে বোঙাবাড়িতে কৃষি কলেজে চালু হল সহশিক্ষা। ২৪ অক্টোবর কলেজটি উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ।

শব্দ তাণ্ডবে নাজেহাল শহর

ফাটানো হচ্ছে নিষিদ্ধ বাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতি বছর দুর্গাপুজাতে শহরের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল এবং সামগ্রিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রতিবারই ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। আবার সেই পুলিশই কালী পুজোর সময় ডাহা ফেল করে কেন? শব্দবাজির বিধি লঙ্ঘন এবং মাইক ও ডিজের তাণ্ডব বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় কেন পুলিশ? সমাজ মাধ্যমে কয়েকদিন ধরেই এসব নিয়ে মন্তব্য দেখা যাচ্ছে। সেখানে নাগরিকরা তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। দুর্গাপুজায় পাওয়া প্রশংসা কেমন করে গুটি কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা শহরে শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'কড়া হাতেই সামলানোর চেষ্টা হয়েছে। প্রচুর মামলাও হয়েছে। কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু মানুষকেও এব্যাপারে সচেতন হতে হবে।' আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং সমস্ত আইনকে তোয়াক্কা না করে কালীপুজোয় দিনভর চলেছে শব্দ তাণ্ডব। পুজোর দিন থেকে শুরু করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত তারস্বরে ঘরে মাইক বেজেছে আর সঙ্গে রাত যত বেড়েছে শব্দ বাজির মাত্রাও বেড়েছে। হাসপাতালের রোগি, বয়স্ক এবং অসুস্থ নাগরিকদের জীবন হয়ে উঠেছে অতীষ্ট। শহরে কোথাও কোথাও শব্দমাত্রা ছুঁয়েছে ৮৫ ডেসিবেল, আবার কোথাও ৯৬ ডেসিবেল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এ পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে। মূলতঃ শব্দবাজি ক্রেতাদের না ধরে যদি উৎপাদকদের চিহ্নিত করে উৎপাদন এবং বিক্রি বন্ধ করতে কড়া উদ্যোগ নেওয়া যায়, তবেই বেশ খানিকটা কমতে পারে এই শব্দ দৈত্যের তাণ্ডব বলে মত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা। শুধু বাজিই নয়, মাইক এবং ডিজের ব্যবহার বন্ধ করা যায় নি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই শব্দ যন্ত্রণার দায় কে নেবে? এবার কালীপুজোর চার-পাঁচদিন আগে থেকেই বাজি ফাটানো শুরু হয়েছে। যা একেবারেই নিয়ম বহির্ভূত। নিষিদ্ধ সত্ত্বেও আকাশে প্রচুর ফানুস উড়তে দেখা গেছে। যা কিছু নিষিদ্ধ, তা করেই একটা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে কালীপুজো সম্পন্ন করেন কিছু পুজোর উদ্যোক্তারা। নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি একেবারে বন্ধ করা না হলে ফি বছর এই শব্দ তাণ্ডব চলতেই থাকবে। গত ১৫ বছরে নিষিদ্ধ বাজির বলি হয়েছে ১১৬ জন। শব্দ তাণ্ডব বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে গড়ে তুলতে হবে জনসচেতনতা এবং সেটা চালিয়ে যেতে হবে ধারাবাহিকভাবে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে এবং কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করে এই সমস্যার সমাধান একেবারেই সম্ভব নয়।

সেরার সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মন্দাকিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিষয়ভিত্তিক বিচারের আঙ্গিকে ১২৫টি পুজোকে বেছে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ সেরাম শারদবরণ ২০২৫-এ এবার মোট আবেদনকারীর সংখ্যাটি ছিল ৪০০-এর ওপরে। কলকাতা উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং হাওড়া-এই পাঁচটি ক্ষেত্র থেকে ২৫টি করে পুজোকে 'সেরার' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন বিচারপতিরা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে 'সেরা ভাবনা', 'সেরা প্রতিমা', 'সেরা স্বল্পব্যয়ে পুজো', 'সেরা সমাজবন্ধু' এবং 'সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগে উত্তীর্ণদের

মন্দাকিনীকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন নিবেদিতা আচার্য্য

সেরাম শারদবরণ ২০২৫

ছাড়পত্র দিয়েছেন সেরাম শারদবরণ '২৫-এর জুরি টিম। সপ্তমীর সকালে সেরাম শারদবরণ '২৫-এর টিম পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট পূজা প্যান্ডেলে। এবার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এক সময়ের বলিউডের হার্টথ্রব নায়িকা মন্দাকিনী। একদিকে পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে মশগুল পুজো উদ্যোক্তারা, অন্যদিকে বলিউডে একসময়ের সাড়া জাগানো নায়িকা মন্দাকিনীর উপস্থিতিতে প্রত্যেকটি পুরস্কার প্রাপ্ত পুজোতে নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে। প্রত্যেক বিজয়ীকে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মন্দাকিনী।

সঙ্গে থাকুন, পদযাত্রায় হাঁটুন ..... দূর হোক এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া।

থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার সচেতনতার

পদযাত্রা

এবং

জীবনের জন্য হৃদয়ের দান

রক্তদান

৭ ডিসেম্বর, ২০২৫, রবিবার।

শুরু ঃ সকাল ৮.৩০ টা।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে শুরু

ঃ শুরু ঃ সকাল ১০ টা।

সবারে করি আহ্বান

সুধী,
আসুন, বিবাহের আগে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে এক থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।
ধন্যবাদান্তে,
সঞ্জীব আচার্য্য সম্পাদক

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

১০, তুপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা - ৪; ফোন ঃ (০৩৩)২৫৩০ ৬৫৭২ / ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬ / ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

এখানে - ওখানে-এক পলকে সেরাম শারদবরণ ২০২৫-র সেরার সেরারা

কলকাতা পূর্ব

সেরা ভাবনা পুরস্কার এ কে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন

সেরা ভাবনা পুরস্কার দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথ

সেরা প্রতিমা পুরস্কার দমদম ভারত চক্র ক্লাব

স্বল্পব্যয়ে সেরা পূজা শ্রী পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

সেরা সমাজবন্ধু পুরস্কার
স্বাধীনতা দিবস উৎসব উদ্‌যাপন সমিতি

সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুরস্কার
এফ ডি ব্লক সার্বজনীন পূজা কমিটি

কলকাতা পশ্চিম

সেরা ভাবনা পুরস্কার সুরুচি সংঘ

সেরা প্রতিমা পুরস্কার ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন

স্বল্পব্যয়ে সেরা পূজা
আদর্শ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

সেরা সমাজবন্ধু পুরস্কার বেহালা নূতন দল

সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুরস্কার ৪১ পল্লী ক্লাব

কলকাতা উত্তর

সেরা ভাবনা পুরস্কার টালা প্রত্যয়

সেরা প্রতিমা পুরস্কার চোরবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি

স্বল্পব্যয়ে সেরা পূজা
হাটখোলা গোঁসাইপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব

সেরা সমাজ বন্ধু পুরস্কার নলিন সরকার স্ট্রিট সার্বজনীন

সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুরস্কার(হাতিবাগান নবীন পল্লী)

কলকাতা দক্ষিণ

সেরা ভাবনা পুরস্কার হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব

সেরা প্রতিমা পুরস্কার শ্যামাপল্লী শ্যামা সংঘ

স্বল্পব্যয়ে সেরা পূজা ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া সার্বজনীন

সেরা সমাজ বন্ধু পুরস্কার বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ

সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুরস্কার কেন্দুয়া শান্তি সংঘ সার্বজনীন

হাওড়া

সেরা সমাজবন্ধু পুরস্কার
শিবপুর ষষ্ঠীতলা বারোয়ারি সমিতি

সেরা প্রতিমা ব্যাটরা নবীন সংঘ

স্বল্পব্যয়ে সেরা পূজা
বালটিকুরী নেতাজী বালক সংঘ

সেরা ভাবনা পুরস্কার
দক্ষিণ রায়তলা দুর্গাপূজা সমিতি

‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ নোবেল ত্রয়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি- ‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ (PIT) হল এমন একটা শারীরিক পদ্ধতি যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রায়শই মানুষের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজের দেহের সুস্থ কোষগুলোকে শত্রু মনে করে তাদের আক্রমণ করে বসে। ইদানিং এই ধরনের রোগভোগ অর্থাৎ অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার বাড়ছে। চলতি বছরে এই ধরনের গবেষণাকে সম্মান জানাল নোবেল কমিটি। ‘‘পিআইটি নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিন বিজ্ঞানীকে—মেরিই ব্রুনকো, ফ্রেড র‍্যামসডেল ও শিমন শাকাগুচি। শিমন সাকাগুচি ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজি বিভাগের অধ্যাপক। মেরি ব্রুনকো জিনোমিক্স ও অটোইমিউন নিয়ে গবেষণা করেন সিয়্যাটলের ‘ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেমস বায়োলজি’-তে। ফ্রেড র‍্যামসডেল সান ফ্রান্সিসকোর ‘সোনোমা বায়ো’ নামক একটি জীবপ্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

মেরিই ব্রুনকো, ফ্রেড র‍্যামসডেল, শিমন শাকাগুচি

অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন তিনজন

সুইডেন- এবার অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিলেন জোয়েল মকির, ফিলিপ আগিয়ঁ এবং পিটার হওয়িট। প্রযুক্তির অগ্রগতি কীভাবে অর্থনীতির বৃদ্ধির

জোয়েল মকির, ফিলিপ আগিয়ঁ, পিটার হওয়িট

পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তা বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপকদের মতে, গণতন্ত্র এবং উদার বাজার ব্যবস্থা এই দুই স্তম্ভের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের ভাল থাকা।

শান্তির নোবেল ভেনেজুয়েলার

মারিয়া কোরিনা মাচাদো

সুইডেন- এবছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী হিসেবে খ্যাত মারিয়া কোরিনা মাচাদো। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই জয় উৎসর্গ করেছেন মাচাদো। পুরস্কার পাওয়ার খবর পেয়ে তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামের স্বীকৃতি এই পুরস্কার।’ ভেনেজুয়েলার সামাজিক অবস্থাটাকে পরিবর্তন করতে চাইছেন মাচাদো।

নেপোলিয়নের গহনা চুরি

প্যারিস- ফ্রান্সের ল্যুভর জাদুঘর থেকে ঐতিহাসিক অমূল্য সম্পদ চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। ১৯ অক্টোবর রাতের এই ঘটনার পর ২০ অক্টোবরে জাদুঘর বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা দলে ৩/৪ জন ছিল। চুরি গিয়েছে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী ইউজিনের মূল্যবান অলংকারাদি। মাত্র ৭ মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরে পালায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যে গোয়েন্দারা তাঁদের অভিযান চালিয়ে দু'জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজ চলছে।

শান্তিচুক্তির পথে ইজরায়েল হামাস

কায়রো- ৭২ ঘণ্টা লাগাতার আলোচনার শেষে শান্তি চুক্তিতে সম্মত হল ইজরায়েল ও হামাস। খবরটি নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে জানান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ঘোষণার পরে ট্রাম্পকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ট্রাম্পও এরপর থেকে লাগাতার বাজিয়ে চলেছেন ঢোল, বিশ্ব শান্তির একমাত্র ত্রাতা তিনি।

পদার্থবিদ্যায় নোবেল তিন বিজ্ঞানীর

জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডেভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস

সুইডেন- কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জটিল বিষয়কে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার কঠিন প্রচেষ্টাকে বাস্তব করার জন্য তিন পদার্থবিদকে সম্মান জানাল নোবেল কমিটি। আমেরিকার তিন প্রবীণ বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডেভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। প্রত্যেকেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

হাঙ্গেরির সাহিত্যিককে নোবেল

সুইডেন- এবছর সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির কথা সাহিত্যিক লাজলো ক্রাজনাহর্কাই। পাঁচটি উপন্যাস এবং প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন লাজলো। ২০১৫ সালে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ম্যান বুকার পুরস্কার। যে

লাজলো ক্রাজনাহর্কাই

উপন্যাসটির জন্য তিনি নোবেল পেয়েছেন তার নাম ‘সোমলে ওভাডান’। লাজলোর সেরা উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ‘দ্য মেলাঙ্কলি অব রেজিস্ট্যান্স’ (১৯৮৯) এবং ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ (১৯৯৯)।

রসায়নে নোবেল পেলেন তিন অধ্যাপক

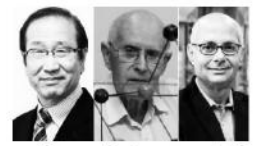

সুসুমু কিটাগাওয়া, রিচার্ড রবসন, ওমর এম ইয়াঘি

সুইডেন- ‘মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক’ (এমওএফ) তৈরি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণাকে স্বীকৃতি দেন নোবেল কমিটি। এবার রসায়নে নোবেল পেলেন জাপানের কোয়াটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসুমু কিটাগাওয়া, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড রবসন ও আমেরিকার বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওমর এম ইয়াঘি। রসায়নে নোবেলের জন্য শ্রেষ্ঠদের বেছে নেওয়া একটা খুব কঠিন ব্যাপার। সেই কাজটা ভালোমতই শেষ করেছে নোবেল কমিটি।

এখানে-ওখানে

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত বিজয়ার আবেশে উৎসব মুখর প্রানবন্ত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি- অডিটোরিয়াম কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ১১ অক্টোবর ২০২৫। বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে এসেছেন সকলে। উদ্যোগে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুষ্ঠান গতানুগতিক কিন্তু আয়োজনে রয়েছে নিত্য নতুনের ছাপ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ

এসেছেন বিজয়াকে সামনে রেখে পারস্পরিক পরিচিতিটাকে আরও একবার ঝালিয়ে নিতে। শুরুতেই ছোট ভাষণ দিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শুরু হয়ে গেল বিজয়ার অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন আমরা মহিলার-র শিল্পীবৃন্দ। এই বিজয়া সম্মেলনীতে এবার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল শহরের বিভিন্ন পূজা উদ্যোক্তাদের এবং ক্লাব সংগঠন গুলোর। পর্যায়ক্রমে তাদের নাম উল্লেখ করা হল। শ্যামাপল্লী শ্যামা সংঘ, গোয়াবাগান আমরা সবাই, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন, উল্টোডাঙ্গা সংগ্রামী, জোড়াসাঁকো ৭-এর পল্লী, শ্রীপল্লি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন সমিতি, টালা প্রত্যয়, আলিপুর সুরুচি, হরিঘোষ স্ট্রিট অর্ঘ, সাম্প্রতিক নর্থ, ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া সার্বজনীন, হাটখোলা গোঁসাইপাড়া, গিরিশপার্ক ফাইভ স্টার, চোরবাগান সার্বজনীন, বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব সমিতি, কানুনগো পার্ক সার্বজনীন, নলিন সরকার স্ট্রিট সার্বজনীন, প্রতাপাদিত্য রোড সার্বজনীন, সাহাপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব, উত্তর কলকাতা উদয়ের পথে, ত্রিকোণপার্ক সাহাপুর

বক্তব্য রাখছেন পৌরমাতা মিতালি সাহা

সার্বজনীন, টালা ১৫ পল্লী, গৌরিবাড়ি সৃষ্টি, শোভাবাজার লেলিহান, দেশবন্ধু পার্ক ওয়াকার অ্যাসোসিয়েশন, কর্মা সোশ্যাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীন দুর্গা পুজা পরিষদ এবং সচেতন।

প্রত্যেক পুজো উদ্যোক্তাদের এবং ক্লাব সংগঠনের কর্তাদের বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা দেয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রভেনশন ফেডারেশন। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য শিল্পী। তাঁরা হলেন আবীর চ্যাটার্জি, দীপ্তি চন্দ, জয়ন্ত পাল, সঞ্জয় চ্যাটার্জি, রূপা সরকার, আশীষ চক্রবর্তী, ছন্দছবির নৃত্যশিল্পীরা, চামেলি ধর, ব্রহ্মতোষ চ্যাটার্জি, সুচন্দ্রা গাঙ্গুলি, পিনাকী চক্রবর্তী, রাজা রায়, নির্মাল্য ঠাকুর, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের নাট্য-গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানে পৌরমাতা মিতালি সাহা, মোহনকুমার গুপ্তা, বিধায়ক অশোকদেব-কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী মৌসুমি দাস এবং প্রিয়াঙ্কা দত্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সব যন্ত্রশিল্পীদেরও সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ জন্ডিসের ব্যাপারে বিশদ জানালে উপকৃত হয়।

বরুণ আচার্য্য, লেকটাউন

‘জন্ডিস’ কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে একটা পীতাভ চেহারা ভেসে ওঠে। এটা মারাত্মক অসুখ সবাই জানে। এখানে এই জন্ডিস সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হল। জন্ডিস আসলে কোনও রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র। নানারকম কারণের জন্য যখন শরীরে বিলিরুবিন নামক পদার্থের আধিক্য ঘটে এবং শরীরের নানা অংশ হলুদ হয়ে যায়, সেই অবস্থাকে জন্ডিস বলা হয়।

বিলিরুবিন তৈরি হয় যকৃত ও প্লীহাতে, হিম নামক যৌগ থেকে। এই বিলিরুবিন পিত্তরসের সঙ্গে মিশে শেষে খাদ্যনালীর মধ্যে গিয়ে পড়ে। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা সাধারণত 1mg/dl -এর মধ্যে থাকে। এর মাত্রা 3mg/dl ছাড়িয়ে গেলে, তখন জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—চোখ, মূত্র ও সারা শরীর হলুদ হয়ে যায়।

কারণ ঃ কারণ অনুযায়ী জন্ডিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

হিমোলাইটিক জন্ডিস ঃ আমাদের শরীরের লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হয়ে যাবার ফলে (হিমোলাইসিস) বিলিরুবিন আমাদের শরীরে বেশি পরিমাণে তৈরি হয়, তাকে হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। নানারকম কারণে এই জন্ডিস দেখা দেয়। যেমন—ম্যালেরিয়া, কিছু ওষুধের প্রভাবে, জন্মগত রোগের জন্য যেমন—থ্যালাসেমিয়া, সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়া, স্ফেরোসাইটোসিস, গ্লুকোজ ৬ ফসফেট ডিহাইড্রো জিনেজ-এর অভাব, সাপের বিষের প্রভাব ইত্যাদি।

হেপাটোসেলুলার জন্ডিস (অর্থাৎ লিভারের অসুখ) ঃ

এর প্রধান **কারণগুলি** হল—হেপাটাইটিস ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’, ‘ই’, অ্যালকোহলঘটিত হেপাটাইটিস ওষুধের প্রভাবে হেপাটাইটিস, অটোইমিডন হেপাটাইটিস, উইলসন্‌’স ডিজিজ ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে হেপাটাইটিস ‘এ’ এবং ‘বি’ সাধারণভাবে বেশি দেখা যায়।

অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ঃ

গলব্লাডারের নালীতে নীচের স্টোন, কোলানজিওকারসিনোমা, গলব্লাডার ক্যান্সার, প্যাংক্রিয়াস ক্যান্সার, ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস, ওষুধের প্রভাবে, প্রাইমারী বিলিয়ারি সিরোসিস প্রভৃতি।

উপসর্গ ঃ জন্ডিস হলে চোখ, প্রস্রাব, গা, হাত, পা জিভ হলুদ হয়ে যায়। লিভারের অসুখে বমি বা বমির ভাব, জ্বর, খিদে কমে যাওয়া, গা-হাত-পা ব্যথা প্রভৃতি হয়। আবার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে গা চুলকোয়, স্টুল সাদা হতে পারে, পেটে ব্যথাও হতে পারে।

রোগনির্ণয় ঃ রোগীর উপসর্গ শুনে তারপর শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। চোখ, জিভ, হাত, পা শরীরে রক্ত দেখতে হবে। পেট পরীক্ষা করে লিভার, স্প্লীন প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হবে। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

মনে রাখতে হবে

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে লন্ডভন্ড উত্তরবঙ্গ। নিম্নচাপের ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে নদীর স্রোতে ভেসে গেছে রাস্তা, সেতু, ঘরবাড়ি। প্রাণহানির সংখ্যাটা বাড়ছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কীভাবে এরকম বিপর্যয় ঘটল? রাজ্য প্রশাসন প্রবল বৃষ্টিপাতের কথাই বলছে। তিনশো মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত অবশ্যই ভয়ের কারণ কিন্তু উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে এমন বৃষ্টিপাত আগে কখনও হয়নি! এমনটা তো নয়। আসলে এরকম হওয়ার পেছনের কারণটা সম্পর্কে রাজ্য প্রশাসন একটিও বাক্য খরচ করেনি। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রশাসনিক উদাসীনতার ফলে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেটাই একইভাবে সত্য উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও। দেশের বহু পাহাড়ি এলাকায় যত্রতত্র রিসর্ট, বাড়ি তৈরি হচ্ছে কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে। এবার বর্ষা মরশুমে উত্তরবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীরে একের পর এক ধস নামা, হরপা বানের ঘটনা ঘটেছে। নগরায়নের নামে পাহাড় কেটে যত্রতত্র নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এতে পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্রেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের। অযথা প্রাণহানি ও ঘরবাড়ি ভাঙার ঘটনা ঘটছে। পাহাড়ি ঝর্ণার পথ রুদ্ধ করে জমি দখল করা হচ্ছে। নদী থেকে পাথর চুরির ফলে নদী খাত বদলে যাচ্ছে। পাহাড়ের নিচে অবাধে গাছ কাটা চলছে। ফলে মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে, বাঁধন রাখার ক্ষমতা কমছে। পাহাড়ি নদী সমতলে নামার নাব্যতা কমে যাচ্ছে। এর ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি নদীর জল দ্রুত নিচের দিকে নামতে পারছে না নদীখাত ছাপিয়ে প্রবল জলরাশি ধেয়ে আসছে। গাছ থাকলে, মাটি থাকলে তা বাধাপ্রাপ্ত হত। যেহেতু তা অমিল, ফলে জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, সেতু, রাস্তা। প্রকৃতির এই নির্মম প্রতিশোধ থেকে বাঁচার রাস্তা কোথায়?

পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমেছে রাজ্য প্রশাসন, এন ডি আর এফ, সেনাবাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে গিয়েছেন। হয়ত রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হবে, মৃতদের জন্য ক্ষতিপূরণের দেওয়া ব্যবস্থা হবে, পুনর্বাসনের সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান কী হবে? যে কারণগুলোর জন্য এই বিপর্যয় তা কোনটিই প্রাকৃতিক নয়, সম্পূর্ণটাই রাজনৈতিক। এই সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার সম্ভাব্য পরিণতি সমীক্ষা করাতে হবে। মনে রাখা দরকার প্রকৃতির ওপর এক শতাংশ অত্যাচার হলে, প্রকৃতি তা ফিরিয়ে দেবে আরও বহু পরিমাণে। সেই ধাক্কা সামলে ওঠার ক্ষমতা মানুষের নেই। তার সদ্য প্রমাণ এই মুহূর্তের উত্তরবঙ্গ।

যোগ সাধনা

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি

যোগ সাধনার ভক্তির ভূমিকা কী? যোগের অর্থ অনেকের মতে 'চিত্তবৃত্তিনির্বোধ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাওয়া। যেখানে ভৌত শক্তি প্রয়োগ করে নাড়ীতন্তুর কার্যকে বন্ধ করে, বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে', 'তার প্রবাহকে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল নাড়ীতন্তুই নয় নাড়ী কোষের কাজও অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কাজ করা বন্ধ হয়ে যায় তখন চিত্তাণুপুঞ্জের কোন স্পন্দন হয় না। এই রকম হলে মন কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বৃত্তির ওপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আসে। এই রুগ্নকৃত নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় 'হঠযোগ'। হঠ অর্থাৎ 'বলেন', বলের শক্তির দ্বারা। তাই সেটা প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিনিরোধ নয়। সত্যিকথা বলতে স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্ত্রকে বন্ধ করে দিলে মনও বন্ধ হয়ে যায়। যখন কেউ অজ্ঞান হয়ে যায় তখন এমনই হয়। তাই এটা যোগ নয়—হঠযোগ, যোগ নয়। যোগে মানুষের মনকে স্থূল বস্তু থেকে প্রত্যাহার করে বৃত্তি নিরোধ করতে হয় ও তাকে পরমাত্মার দিকে পরিচালিত করতে হয়। তাহলেই বৃত্তি নিরোধ সম্ভব। একটা লক্ষ্য থাকা দরকার না হলে নিরোধ সম্ভব নয়। তান্ত্রিক পরিভাষায় এটি পরিষ্কার, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতেই হবে। এখানে লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া আছে। যোগ সাধনায় সাধককে জৈবশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে উন্নীত করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয়। কুলকুণ্ডলিনী যেমন যেমন বিভিন্ন চক্রকে অতিক্রম করে সাধকও যোগের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধিলাভ করেন।

অস্কার ওয়াইল্ড—শিশুরা প্রথমে বাবা-মাকে ভালোবাসে। তারপর বিচার করতে শুরু করে। খুব কমক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট।

দাবিয়ো ফো—কোনও থিয়েটার, সাহিত্য বা শৈল্পিক প্রকাশ, যা নিজের সময়ের কথা বলে না, তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ—সারা দিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও, তাহলে বুঝবে তুমি ভুল পথে চলেছ।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ নভেম্বর — বাংলাতে শ্রমিক ও কৃষকদের পার্টি তৈরি হল ১৯২৫
দীনবন্ধু মিত্রের প্রয়াণ ১৮৭৩
২৬ তম রাজ্যের মর্যাদা পেল ছত্রিশগড় ২০০০

২ নভেম্বর — ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম ১৮৩৩
জর্জ বার্নাড শ-এর প্রয়াণ ১৯৫০

৩ নভেম্বর — পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৬৬
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮
অমর্ত্য সেনের জন্ম ১৯৩০

৪ নভেম্বর — চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫
দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টোনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ১৯৫৪

৫ নভেম্বর — চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম ১৮৭০
বিজ্ঞানী জে বি এস হ্যালডেনের জন্ম ১৮৯২

৬ নভেম্বর — তিতুমীরের জন্ম ১৮৭২
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলেন জ্যোতি বসু ২০০০

৭ নভেম্বর — নভেম্বর বিপ্লব দিবস
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম ১৮৮৮
মাদার কুরীর জন্ম ১৮৬৭

৮ নভেম্বর — এক্স-রে আবিষ্কার ১৮৯৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করলেন ২০১৬

৯ নভেম্বর — ছৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুণ্ডার প্রয়াণ ২০০২
উর্দু কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম ১৮৭৭
কর্তারপুর করিডোর খুলে দিল পাকিস্তান ২০১৯

১০ নভেম্বর — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতাকে বিক্রি করা হল ১৬৯৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৮

১১ নভেম্বর — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯১৮

১২ নভেম্বর — বাংলায় প্রবল ঝড়ে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯১৭

১৩ নভেম্বর — নোবেল প্রাপক লুইস স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০

১৪ নভেম্বর — আফগানিস্তানে প্রবেশ করল মার্কিন সেনা এবং কাবুলের দখল নিল ২০০১
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্ম ১৮৮৯

১৫ নভেম্বর — সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুণ্ডার জন্ম ১৮৭৫
বিনোবা ভাবের প্রয়াণ ১৯৮২

১৬ নভেম্বর — লেখক জোসে আরামেগোর জন্ম ১৯২২

১৭ নভেম্বর — স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু পিংলের ফাঁসি

১৮ নভেম্বর — ভাষাবিদ প্রবোধচন্দ্র বাগচির জন্ম ১৮৯৮
ভারতে বাঘকে জাতীয় পশুর আখ্যা ১৯৭৩

১৯ নভেম্বর — ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের জন্ম ১৮২৮
মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০
ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ১৯১৭
সুরকার, গীতিকার, শিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫

২০ নভেম্বর — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬

২১ নভেম্বর — ভারতে পোস্টাল স্ট্যাম্পে চালু হল ১৯৪৭

২২ নভেম্বর — গুলি করে হত্যা করা হল প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ১৯৬৩

২৩ নভেম্বর — গ্রেপ্তার করা হল কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯২২
ব্যালেস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপন পরীক্ষায় সফল হল ভারত ২০১২
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের প্রয়াণ ১৯৩৭

২৪ নভেম্বর — ডারউইনের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হল ১৮৫৯
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন ১৮৫৬
অভিনেত রবি ঘোষের জন্ম ১৯৩১

২৫ নভেম্বর — ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর জন্ম ১৯৮৩
ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়াণ ২০১৬

২৬ নভেম্বর — মুম্বাইতে জঙ্গী হানা ২০০৮
ভারতের সংবিধান স্বাক্ষরিত হল ১৯৪৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯০

২৭ নভেম্বর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৮৮৮
শিল্পী আনন্দ মুন্সীর জন্ম ১৯০৫
প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করলেন লেবেদফ ১৭৯৫

২৮ নভেম্বর — ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০

২৯ নভেম্বর — উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরির জন্ম ১৯১৩
জে আর ডি টাটার প্রয়াণ ১৯৯৩

৩০ নভেম্বর — বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৫৮
লেখক জনাথন সুইফটের জন্ম ১৬৬৭
উইনস্টন চার্চিলের জন্ম ১৮৭৪
কবি বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮
ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের জন্ম ১৯৩১
পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৬৭

ভারত চার লক্ষ কোটির অর্থব্যবস্থা নয়, ২.৫ লক্ষ কোটির অর্থব্যবস্থা—অর্থনীতিবিদ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুনতে পাই ভারত চার কোটি ডলারের অর্থব্যবস্থায় এসেছে। জাপানকে হারিয়ে চতুর্থ থেকে তৃতীয় অবস্থায় দৌড়ের দিকে এগোচ্ছে। তাই কিছুদিন পরেই ভারত আমেরিকা, চীনের পরে জাপানকে টেক্কা দিয়ে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল কোন একটা দেশ বছরে কত উৎপাদন করে তার হিসাব। ভারত যদি ৪ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থব্যবস্থা হয়—এর অর্থ হল ভারতের জাতীয় আয় বছরে চার লক্ষ কোটি ডলার বা চার ট্রিলিয়ন ডলার। ভারতের মুদ্রা রুপি। তাই এই জাতীয় যত রুপি তাকে ডলারে পরিবর্তন করে বলা হয় কত ডলার এর অর্থব্যবস্থা। এর থেকে একটা জিনিস বোঝা দরকার যদি ডলারের দাম রুপির তুলনায় বাড়তে থাকে তবে কিন্তু চার লক্ষ কোটি ডলার হওয়াও কষ্টকর। কারণ আমরা যদি দেখি ১ ডলারের দাম ৮৫ রুপি তবে তার হিসাব এক রকম। কিন্তু ১ ডলারের দাম যদি ৮৮ বা ৯০ টাকা হয় তবে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এই অর্থবর্ষ শেষে আমরা চার লক্ষ কোটি ডলারের অর্থব্যবস্থায় পৌঁছতে পারবো না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারত কি সত্যই চার লক্ষ কোটি ডলারের অর্থ ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে। সরকারি মত হল হ্যাঁ, হতে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ভারত একেবারেই অত বড় অর্থব্যবস্থা নয়। ভারতের আয় মাপা হয় মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রের হিসাবে। এই সংগঠিত ক্ষেত্রে দেশের মোট আয়ের প্রায় ৫৫ শতাংশ উৎপাদন করে। কিন্তু মোট নিয়োজিত মানুষের মাত্র ৬ থেকে ৮ শতাংশ মানুষ এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত। অন্যদিকে দেশের ৯২% থেকে ৯৫% মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। এই ক্ষেত্রের উৎপাদনের পরিমাপ করা হয় না। যা হয় তা হল সংগঠিত ক্ষেত্রের অগ্রগতি দেখে ওইরকম একটা হিসাব ধরে নেওয়া হয়। সমস্যা হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র, কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প, বেসরকারি পরিবহন থেকে শুরু করে ছোট দোকানদার, দিনমজুর এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসায়ী এবং স্বনিয়োজিত সকল মানুষই যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে তাই তাদের সংখ্যা এত বেশি। মনে রাখতে হবে ভারতের মতো এত বড় অসংগঠিত পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে বা সবল অর্থ ব্যবস্থার দেশে নেই এমনকী প্রায় কোথাও নেই।

অসংগঠিত ক্ষেত্র বেশ বিপদের মধ্যেই থাকে। তবে পরপর কয়েকটি সরকারি নীতি এই ক্ষেত্রকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। যেমন নোট বন্দি, ভুল ভাল জিএসটি ব্যবস্থা চালু, করোনার সময় ভীষণ কড়াকড়ি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখা। তারপর ব্যাঙ্ক নয় এমন অর্থসংস্থার সমস্যা অসংগঠিত ক্ষেত্রকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। অথচ সরকারের বিভিন্ন নীতির চাল যেমন, কর্পোরেট করের হার কমানো এবং ঋণের জন্য সুদ কমানো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক অনুদানসহ অনেকে এমন সুবিধা পেয়েছে সংগঠিত ক্ষেত্র যে তাদের উৎপাদনের হার বেশ ভালই হচ্ছে, তবে তা-ও সবার নয়। মূলত বড় বড় উৎপাদন সংস্থার অবস্থাই বেশি করে ভাল হচ্ছে। তাই এদের হিসাব দিয়েই, গতি-প্রকৃতি উন্নতি দেখেই দেশের সমগ্র অংশের বিচার করাই ভুল। তাই অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় অনেক বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা বাড়ছে। এবং এর ফলে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের যে তেমন উন্নতি হচ্ছে না এগুলোও ঘুরিয়ে এইসব ধারণাকেই শক্তিশালী করে। যেমন ধরুন জাতীয় আয় ৬% বা ৭% হলে কাজের বাজারে শ্রমিকের চাহিদা কেন নেই। কেন এত বেকারত্ব?

বেকারত্বের হিসাবেও গড় মিল

যদি একটা সময়ে কোনও মানুষ কাজ খুঁজছে অথচ হাতে কোনও কাজ নেই তাকেই বেকার বলা হবে ওই সময়। কিন্তু ভারতে এবং অন্য অনেক দেশেও হয়তো এই রকমই হয়, যেখানে কোন কাজ করলেই তাকে আর বেকার বলে ধরা হবে না। অর্থাৎ কর্মক্ষম যে কোন মানুষ কাজ করছে এর অর্থ হল তার কিছুটা হলে উৎপাদন বাড়াতে পারে। অর্থাৎ যদি তার কাছে মোট উৎপাদন না বাড়ে তবে তাকে কাজ করা বলা হয় না। কিন্তু এখানে ছদ্মবেশী বেকাররাও কাজে নিযুক্ত ধরা হয়।

অন্যদিকে কোন ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, দোকানে বা কুটির শিল্পে বাড়ির মহিলারাও ২/১ ঘণ্টা যোগ দেয়। তাঁরা এরজন্য কোনও পারিশ্রমিক পায় না। কিন্তু তাদেরকেও ধরা হচ্ছে কর্মযুক্ত মানুষ হিসাবে, এরকমভাবে গ্রামে বাড়ির মহিলারা চাষবাসের কাজে যোগ দেয়। কিন্তু কোন পারিশ্রমিক পায় না। বর্তমানে তাদের সকলকেই কাজে যুক্ত মানুষ হিসাবে ধরা হয়। ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই এল ও) বিনা পারিশ্রমিকের মানুষকে কাজের মানুষ হিসাবে ধরা হবে না। এইভাবে ভারতে ছয় কি সাত কি আট শতাংশ মানুষ বেকার। আসলে কত বেকার তার সঠিক হিসাব নেই।

ভারতে কর আদায় কি খুব বেশি?

ভারত সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে এখানে কর আদায় বেশি। এটা মোটেও ঠিক নয়। অর্থনীতিবিদরা দেখাচ্ছেন ভারতে জাতীয় আয়ের তুলনায় কর আদায় কম, কেবল ১৭ থেকে ১৮%। অথচ উন্নত দেশে এটা ৩০% বা ৪০% বা আরো বেশি। এখানে তাই প্রশ্ন দেশের উন্নতি বেশি হতে গেলে এই অনুপাত বড় হতে হবে। কারণ এই কর থেকে আগের নেওয়া টাকা সুদ এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে কম অর্থই পড়ে থাকে উন্নয়নের জন্য। এরজন্য গবেষণা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতে মাত্র জাতীয় আয়ের ৬৫% খরচ করা হয়। এটা খুবই কম, ভারতের প্রায় ৫/৬ গুণ বড় অর্থব্যবস্থা হল চিনের।

ভারতের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়ও বেশ বেশি

বর্তমানে ভারতের বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার ৭০০ বিলিয়ন ডলারের আশে পাশে। ভারত হয়তো পৃথিবীর চার বা পাঁচ নম্বরে আছে, চিন, জাপান, সুইজারল্যান্ডের পর। কিন্তু ভারতের এই রিজার্ভ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস বা ট্রেড অ্যাকাউন্ট সাবলীল নয়। অর্থাৎ ভারতের নিজের রোজগার নয়। এই অর্থ বেশিটাই বিদেশিদের। ভারতে বিনিয়োগের কারণে এসেছে। তাই এটা চলেও যেতে পারে। অর্থাৎ অন্যের অর্থ। তাই চিনের যেমন প্রায় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার রিজার্ভ আছে এবং এর বেশিটাই বাণিজ্যে অ্যাকাউন্ট উদ্বৃত্তের কারণে, ভারতের তা নয়। সেজন্য এই অর্থ ভারতের উন্নয়নে কাজে লাগানো ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে ভারতের মোট ঋণ আবার প্রায় ৭৫০ বিলিয়নের মতো। তাই ভারতের রিজার্ভ মুদ্রা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো ঝুঁকিপূর্ণ।

ভারতে দুর্নীতি, জাতীয় আয় এবং উন্নয়নকে কমিয়ে দিচ্ছে

দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, দুর্নীতি হলেও বিনিয়োগ বাড়ে এবং নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু অরুণকুমারের মত অর্থনীতিবিদ্ যিনি একজন বই বিশেষজ্ঞ তাঁর বই এবং আলোচনাতে দেখিয়েছেন দুর্নীতির মাত্রা একেবারে কম হলে ভারত এখন প্রায় আমেরিকার আকারে অর্থব্যবস্থায় চলে আসত। এই দুর্নীতির মূল হোতা রাজনীতিবিদ আমলা (বিচারব্যবস্থাকে ধরে)। তাই ভারত এখনও খুব একটা বড় অর্থ ব্যবস্থা নয়। চার ট্রিলিয়ন তো নয়ই বলে মনে করেন বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্।

বর্তমানে সোনা কেন সংবাদ শিরোনামে—একটা সামাজিক আর্থিক বিশ্লেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- সমগ্র বিশ্বজুড়ে সোনা এখন আলোচনার বিষয়। প্রথম কারণ বিশ্বে সোনার দামের ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধি। গত ২৩ শে অক্টোবর অর্থাৎ এই আলোচনা হওয়ার সময় বিশ্বে সোনার দাম প্রতি আউন্সে ২,১২৪ ডলার। ভারতে এর দাম (২৪ ক্যারাট হিসাবে) প্রতি ১ গ্রাম ১৩,৪২৬ টাকা। সাধারণ মানুষের হিসাবে ভারতে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,৩৪,২৬০ টাকা। এটা দিল্লি শহরের দাম এবং ভারতের অন্যান্য শহরেও এই দামেরই কাছাকাছি দামেই বিক্রি হচ্ছে সোনা। গত কয়েক বছরে সোনার দাম প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে যাওয়ায় যে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে তার কারণেই সোনা এখন সংবাদ শিরোনামে। গত ২০২০ সালে ২৪ ক্যারাট ১০ গ্রাম সোনার গড় দাম ছিল ৪৮,৬৫১ টাকা। সেটা ২০২১-এ ৪৮,৭২০ টাকা। ২০২২-এর ৫২,৬৭০ টাকা, ২০২৩-এ ৬৫,৩৩০ টাকা। এবার গত ২০২৪ শে অক্টোবরের শেষে ওই সোনার দাম বেড়ে হয় ৮০, ৪৫০ টাকা। এইভাবে গত ২০২৩-এর থেকে ২০২৫-এর অক্টোবরে সোনার দাম বেড়ে দ্বিগুণ হওয়া বিস্ময়কর বৈকি!

কেন সোনার দাম বাড়ল ?

এটা মনে রাখতে হবে সোনা কেবল গয়না বানানোর জন্য কেনাবেচা হয় না। এটার একটা আর্থিক মূল্য আছে। হাজার হাজার বছর ধরে সোনা আর্থিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সাজগোজ, পূজাঅর্চনা, ধর্মীয় বিষয়ে ব্যবহার, উপহার প্রদান বিশেষ সম্মান জানাতে রাজা সহ বিশেষ কৃতিত্বের মানুষকে সোনার দ্রব্য দেওয়া সবক্ষেত্রেই এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে সোনা সর্বাগ্রে। এছাড়া নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন। আর্থিক সাফল্য প্রদর্শন এবং অহংকার প্রদর্শনে সোনার ব্যবহার সব থেকে প্রথমে স্থান পায়। সোনার দাম বিশ্বের বাজারে বার্তা কমার বড় কারণ হল সাধারণ মানুষের গহনার জন্য সোনা কেনার জন্য নয়। এই বড় বড় পরিমাণে সোনা যারা কেনে তাদের জন্যই হয়।

বর্তমান বিশ্ব আর্থিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিষয়টি ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে সোনার দাম কেন এত বাড়ল। আর্থিক অনিশ্চয়তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী বেড়েছে গত ২/৩ বছরে। এটা দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে একটা বিশ্ব আর্থিক পরিস্থিতির ওপর নিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এছাড়া উন্মুক্ত অর্থব্যবস্থার প্রচলন যে গত কয়েক দশকে হয়েছে তা অনেক বড় বড় অর্থব্যবস্থাকে বিপদে ফেলেছে। এছাড়া ট্রাম্প বিভিন্ন দেশকে আর্থিক-সামরিক এবং কূটনৈতিক বিষয়ে বিভিন্নভাবে বাধা নিষেধের সম্মুখীন করছে তাতে আমেরিকার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ওপর প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড় করাচ্ছে।

এছাড়া একটা বিষয় হল রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা এক বড় অনিশ্চয়তার কারণ। রাশিয়ায় যে আমেরিকার ডলার সঞ্চয় আছে তার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা সমগ্র বিশ্বকে এক নতুন আশঙ্কার মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই অনেক দেশ ভাবতে শুরু করছে অন্য কোনও পরিস্থিতিতে তাদের সঞ্চিত ডলারের ব্যবহারের ওপরও আসতে পারে নিষেধাজ্ঞা। তাই ডলার সঞ্চয়ের ভবিষ্যত হওয়ায় অন্য কোনো উপায় আনতে সোনা কিনে দেশের ভবিষ্যত নিরাপত্তা কিছুটা বাড়াতে চিন্তা শুরু হয়েছে। যদি এই পরিস্থিতি বাড়ে তবে তাকে বলা হবে ডি-ডলারাইজেশন (de-dollarization)।

দ্বিতীয়ত, যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ওপর অনিশ্চয়তা বাড়ে তখন বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত ক্ষেত্র হিসাবে সোনা কিনে রাখতে চায়। সোনার চাহিদা এবং শেয়ার বাজারের চাহিদাকে অনেক সময় বিপরীতমুখী বলা হয়। অর্থাৎ শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে সোনার চাহিদা বাড়ে। আবার শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলে সোনার বিনিয়োগ কমে।

তৃতীয়ত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলাতে সোনার চাহিদা বাড়ে, এটা বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে। বর্তমানে অবশ্য ভারতে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তুলনায় অনেক কম হারে। তবে আমেরিকাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বাড়ছে।

চতুর্থত, পৃথিবীর দুই বৃহত্তম অর্থব্যবস্থা আমেরিকা এবং চিনের বাণিজ্য চুক্তি হলে বা শুল্ক আরোপ এবং প্রত্যারোপ কমলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা একটু শিথিল হতে পারে। এই আশায় গত ১১/১২ শে অক্টোবর সোনার দাম প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ কমে যায়। তবে এই সময় সোনার দাম ওঠাপড়া হওয়া স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, সোনার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর দামও অনেক বেড়ে গেছে। তাই রুপোও হল একটা ধাতু যাতে কিছুটা হলেও বিনিয়োগকারীরা অর্থ লাগায়।

ব্যবসায়ীদের সোনার ব্যবহারের অন্যান্য কারণ

সোনার আমদানী আইনি হওয়ার সময় ১৯৯১-৯২ সালে আসে ১৯০ মেট্রিক টন। তা বেড়ে ৮১৫ টন হয় ১৯৯৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় ৪০০% বৃদ্ধি। বেআইনিভাবে সোনা আসার অর্থ বেআইনিভাবে ভারত থেকে বিদেশি মুদ্রা বাইরে চলে যাওয়া। আইনি হওয়ার ফলে সোনা আনতে লাগল কেবল লাভের জন্যই নয়। ভারতে বিনা প্রশ্নে ফান্ড ট্রান্সফার করা সহজ হয়। এই অর্থ বেআইনি নেশার দ্রব্য পাচার রপ্তানিতে কম হিসাব দেখান এবং আমদানির হিসাব বাদ দেখানোর ফলে ব্যবসায়ীদের হিসাবে ব্যালান্স দেখানোর সুবিধা হয় বলে মনে করা হয়। ভারতে সোনার চাহিদা পরিবার পিছু কম।

বহু মানুষ তাদের সম্পত্তির বড় অংশ সোনাতে রাখে। ধনী লোকরা সোনার বিস্কুট বা সোনার ইট কিনে রাখেন। তবে এটা ভারতের কেবল ৩/৪ শতাংশ লোক বা প্রায় চার কোটি মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়। গড়ে ভারতে পরিবার পিছু পাঁচ গ্রামের মত সোনা আমদানী হতে পারে। এটা নিতান্তই বেশি নয়। বেআইনি পথে সোনা আসা এখন কমেছে। তবুও বিদেশের সঙ্গে সোনার দামের একটু পার্থক্য হলে সোনা এনে বিক্রি করলে লাভ হয়। এই পথে সোনা এলে লাভের টাকা সহ স্পেকুলেটিভ কাজে বিভিন্ন বেআইনি কাজে, রাজনীতিতে ঢুকে এবং বেআইনি আয় বাড়ে কিছু মানুষের।

১৯৯১ সালে বিদেশি মুদ্রার সঙ্কটের সময় সরকারিভাবে থাকা সোনা দিয়েই উদ্ধার হতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে থাকা সোনা কোন কাজেই লাগেনি। এছাড়া পারিবারিক সোনার কেনা-বেচা কেবল সোনার হাত ঘোরানোর কাজ। একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে যাওয়া। এর ফল দেশের সঞ্চয় বাইরে চলে যাওয়া। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া। কালো অর্থ বাড়ানো এর এক বড় কাজ।

ডলারের উপরে নির্ভরতা দ্রুত কমানোর দিকে ঝুঁকছে বিশ্বের বড় দেশগুলি।

জীবনচন্দ্র পাইন

ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা, আমেরিকার ভারতীয় পণ্যের উপর চড়া শুল্ক বিশ্ব শেয়ারবাজারকে বিধ্বস্ত করেছে। তীব্র অনিশ্চিয়তায় পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। এই সুযোগে লগ্নীকারীরা শেয়ারবাজার থেকে লগ্নী তুলে সোনা রুপোয় বিনিয়োগ করেছে। সোনা রুপোর দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে যা কল্পনারও বাইরে ছিল বাজার বিশেষজ্ঞদের।

স্বর্ণ ভাণ্ডারে ভারত সপ্তম (879.98 টন) স্থানে। সবার উপরে আমেরিকা (8133.46 টন), জাপান (845.97) আমাদের পরে। চড়া রপ্তানি শুল্ক বাড়ানোয় আমেরিকায় রপ্তানির পরিমাণ কম হলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। বেশ কয়েকটি দেশের সাথে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়েছে।

গত কয়েকমাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রায় 50,000 (পঞ্চাশ হাজার) কোটি টাকার প্রত্যাশা বিদেশী লগ্নির (FDI) প্রস্তাব এসেছে। এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতে FDI-15% বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে 1862 কোটি ডলার। শুধু আমেরিকা থেকেই এসেছে 56 কোটি ডলার।

বিশ্ব জুড়ে এত ভূ-রাজনৈতিক অচলাবস্থা সত্ত্বেও ভারতের বাজারে তেমন হেলদোল না থাকায় ভারতের বাজারকে বিদেশীরা মরুদ্যান মনে করছে। মাঝে মাঝে বাজারে সংশোধন আসলে তার সুযোগ বিনিয়োগকারীদের নিতে হবে।

নিচে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা গেল বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে।

ডি ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (Dee Development and Engineering and Limited) ঃ কোম্পানি অনেক পুরোনো। কিন্তু বাজারে IPO এনেছে 2024-এর 19 শে জুন। লিস্টিং হয়েছিল 340 টাকা। উপরে 380 পর্যন্ত গেছিল। এই সেক্টরের খুব পুরোনো খেলোয়াড়। Technical Capability-এর হিসাবে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ একটি কোম্পানি। বর্তমানে 1200 – 1300 কোটি টাকার অর্ডার বুক এদের হাতে আছে। 1800 – 1900 কোটি টাকার বাজার মূলধন। Fundamental Base খুব ভালো। 16% – 17% মার্জিনে operating profit basis -এ কাজ করে। গত তিন বছরে 74% – 75% গড়ে মুনাফা করেছে। অর্থাৎ কোম্পানির Growth খুব ভালো। বাজারে লোন (Debt) অনেকটা কমিয়েছে এই কয়েকটা বছরে। বর্তমানে লোন নেই বললেই চলে। Technically ভালো Consolidation হয়েছে। মোটের ওপর কোম্পানির অবস্থা আশাব্যঞ্জক। FII (Foreign Institutional Investor) এবং DII (Domestic Institutional Investor)-রা ধীরে ধীরে এই কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। তাছাড়া মিউচুয়াল ফান্ডগুলোরও হোল্ডিং আছে এই শেয়ারে। বর্তমানে এই শেয়ারের দাম 240 – 250 টাকার কাছে। স্বল্পমেয়াদে 350 – 380 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগে ধ্যান দিলে ভালো লাভবান হবেন। বাজারের প্রতিটি সংশোধনের সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

আর ই সি এল—গিয়ারটেক লিমিটেড (RECL Geartech Limited) ঃ খুব পুরোনো কোম্পানি। 1987 সালের থেকে এই যাত্রা শুরু। নয়দার (NOIDA) কোম্পানি। অটো-এনসিলিয়ারি (Auto Ancilliary)-র কোম্পানি। Autometic Gear এবং তার উপকরণ (Component) তৈরি করে যা অটোমেশনে (Automation) ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বর্তমানে যাত্রীবাহী গাড়ীর নানা উপকরণ এবং শিল্পক্ষেত্রের নানা উপকরণ এরা তৈরি করছে। Two wheeler, three wheeler এবং four wheeler গাড়ির নানা parts ও আধুনিকযন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকরণ এরা তৈরি করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় গাড়ি কোম্পানি যেমন-BMW, POGOTA, KTM, SNYDER-EIECTRIC ইত্যাদি এদের Customer। বেশির ভাগ customer এদের মার্কিন মুলুকে। কোম্পানির কর্মকাণ্ড বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ আরো বাড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। কোম্পানির Fundamental Base খুব ভালো। আগামীদিনেও ভালো Growth আসার প্রবল সম্ভাবনা। বিদেশি বিনিয়োগকারী (FII) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের এই শেয়ারে হোল্ডিং ভালো পর্যায়ে আছে। Yes Bank 24 টাকার উপর কাজ হল। যারা বাজার সংশোধনে 16 – 17 টাকার আশে পাশে কিনেছিলেন তারা একবার মুনাফা ঘরে তুলতে পারেন। বাজার সংশোধনে নিচের দামে আবার কেনার সুযোগ পাবেন। আর যারা SIP করছেন এই শেয়ারে তারা করে যাবেন। দামের দিকে তাকাবেন না। মনে হচ্ছে Yes Bank -এ উপরের দিকে যাবার গতি বলিষ্ঠ হচ্ছে।

Commodity :

সোনা ও রুপোর গতি রোধ করা যাচ্ছে না। সোনা 1 লক্ষ 30 হাজার এবং রুপো 1 লক্ষ 72 হাজার দেখালো। শেয়ারবাজারের দোদুল্যমান্যতা এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা, ট্রাম্পের শুল্কনীতি ইত্যাদির ঘনঘটায় আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীর শেয়ারবাজারে কোন স্থিরতা আসছে না। যার ফলে সোনা / রুপো নিশ্চিত বিনিয়োগ হিসাবে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। এটা যতক্ষণ নিশ্চিত জায়গায় না আসছে ততক্ষণ সোনা ও রুপোর কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। 5200 টাকার কাছে এলে ক্রুড নিয়ে খেলতে পারেন। ন্যাচারাল গ্যাস (N/G) 240 – 242 টাকার আশেপাশে এলে নিয়ে খেলার কথা ভাবুন। একটা কথা মনে রাখবেন কমোডিটিতে যাতেই কাজ করুন না কেন stop loss অবশ্যই দিয়ে কাজ করবেন।

আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে আবার খবরের ডালি নিয়ে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব)

জীবন চন্দ্র পাইন ৯৮৭৫৫ ৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১ ৩৬১৯৮।

লাদাখ আরেকটা নেপাল হয়ে উঠতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি- সোনম ওয়াংচুক যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের রোষানলে পড়বেন তা দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। ঘটলও তাই। ফলে বিনায়ক সেন, স্ট্যান স্বামী, জি এন সাইবাবা, সুধা ভরদ্বাজ, প্রবীর পুরকায়স্থ এরকম আরও অনেকের নামের সঙ্গে তালিকায় স্থান পেল সোনম ওয়াংচুকের নাম।

লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা সহ একাধিক দাবিতে সংগঠিত প্রতিবাদ হিংসাত্মক আকার নেয় গত ২৪ সেপ্টেম্বর। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। মৃত্যু হয় চারজনের, আহত হন বহু মানুষ। এই ঘটনার পর অনশনরত পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করেন। পাশাপাশি, লাদাখিদের হিংসার পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।

এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, সোনম ওয়াংচুকের প্ররোচনামূলক ভাষণের পরেই এই গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। যদিও স্থানীয় নাগরিকদের বক্তব্য, দীর্ঘ ১৫ দিন অনশন চালিয়ে আসা দুই ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার খবরের জেরেই ছাত্র-যুব সংগঠনগুলোর আন্দোলন হিংস্র হয়ে ওঠে। এর কয়েকদিন পরে 'পাকিস্তানের এজেন্ট' বলে ওয়াংচুককে দাগিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় তিনি জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (এন এস এ) গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। এই আইনের বলে কাউকে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা যায়।

যৌক্তিকভাবেই সোনমের সহধর্মিনী গীতাঞ্জলি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট

খেলতে পারে, তবে তার স্বামী কেন পাকিস্তানে গিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না? গীতাঞ্জলি আংলো সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা আইন ১৯৮০ সালে চালু হওয়ার আগেও দেশে একাধিক 'কালা কানুন' বিভিন্ন সময়ে কার্যকর ছিল।

১৯৫০-এ প্রিভেন্টিভ ডিটেশন অ্যাক্ট, ১৯৭১ সালে 'মিসা' ইত্যাদি। এই আইনগুলি বাতিল হওয়ার দু'বছর পর ফের চালু করা হয় এন এস এ।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। আদালতও এই আইনের অপব্যবহার নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছে। কেরোসিন তেল কালো বাজারি করার জন্য এন এস এ-তে গ্রেপ্তার করা হয় ২০১২ সালে। তাঁকে মুক্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এই ঘটনায় এই আইন প্রয়োগ করার যৌক্তিকতা নেই। ২০২২-এ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাফিলকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ সরকার, তাঁকেও মুক্তি দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই ধরনের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে রিটপিটিশন দায়ের করার অধিকার ভারতীয়দের রয়েছে।

পূর্ণ রাজ্যের দায়িত্ব সাথে সাথে লাদাখে হিমালয়ের পরিবেশরক্ষা, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর প্রশ্ন, এত সময় লাগছে কেন? সোনমের দাবির যৌক্তিকতা মেনে কেন্দ্রের উচিত অবিলম্বে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা।

প্রিয় সম্পাদক

দুর্গাপূজা ও বাজার অর্থনীতি

দুর্গাপূজা এখন আর শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসব নয়। এই পুজা বাংলার অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনেস্কো বাংলার দুর্গাপুজাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের পর কলকাতা কথা এই রাজ্যের দুর্গাপূজা সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। বিপুল টাকার বাজেট, স্পনসরশিপ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ-সব মিলিয়ে বাংলার দুর্গাপূজা একটি ক্ষুদ্র শিল্পের মতো। শুধুমাত্র কলকাতায় এই পুজোতে কয়েক লক্ষ মানুষের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হয়। ফুটপাতের দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলো প্রত্যেকেই এর সুফল ভোগ করে।

তবে এই অর্থনীতির চাপে আমরা উৎসবের মেজাজটাকে বিসর্জন দিতে বসেছি। এখন অধিকাংশ প্যান্ডেলেই ব্র্যান্ডের প্রচার চলে। মা দুর্গার প্রতি ভক্তি, শিল্পীদের সৃষ্টি এবং সকলের হৃদয়ের আবেগ কোথাও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুজো আর উৎসব নেই, বাণিজ্যে পর্যবসিত হয়েছে। এই উৎসবের মূল ভিত্তি হচ্ছে মিলনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ফলে এই বিষয়ের ওপর আরও জোর না দিলে দুর্গাপূজার উৎসবটাই ক্রমে ক্রমে ঐতিহ্য হারাবে।

সনৎ মণ্ডল, সোদপুর

বাস নেই

এই রাজ্যে সরকারি বাস পরিষেবার অবস্থা খুবই খারাপ। নিত্যদিনই বিভিন্ন রুট থেকে সরকারি বাস তুলে নেওয়া হচ্ছে। স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাসগুলোর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বাস ভাড়া সংশোধন করা হয় নি। ফলে কোষাগারের অবস্থা বেহাল। এর ফলে নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা বেসরকারি পরিবহনে বেশি অর্থ খরচ করে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অতএব সরকারি পরিবহন দপ্তরের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে সরকারি বাসের পরিষেবা উন্নত করতে হবে এবং পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হোক।

সুবল অধিকারী, কলকাতা-৫৬

পুজোর সময়

প্রতি বছরই দেখি দেবী দুর্গার বিসর্জনের সময় সবাই আগামী বছরের জন্য সকলের সুস্বাস্থের প্রার্থনা করেন। ঠিক করেছি, আমি এরপর থেকে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব, পুজোর কটা দিন যেন নিজেদের প্রিয়জনরা যাতে সুস্থ থাকেন। এবছর লক্ষ্য করলাম, চিকিৎসকরা প্রায় সকলেই পুজোর ছুটি কাটাতে চলে গেছেন। ফলে এবছর আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছে পুজোর ছুটি। আমরা পরম সৌভাগ্যবান, সেনারা কখনই দল বেঁধে ছুটিতে চলে যান না। এই পুজোর সময় কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তারের ভরসায় গোটা স্বাস্থ্য পরিষেবাটা ফেলে রাখা উচিত নয়। প্রশাসনকে এব্যাপারে ভাববার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুব্রত পোড়েল, হাবড়া

প্রযুক্তির শিক্ষা

মোবাইল ফোন আসার আগে পর্যন্ত মানুষ চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করত। দেখা গেছে, যে মানুষটি সারা বছর ধরে কোথাও চিঠিপত্র লেখেন তিনিও বিজয়াতে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে প্রিয়জনদের চিঠি দিতেন। এইভাবেই মানুষের সঙ্গে গল্প উঠত নিবিড় সামাজিক বন্ধন।

এখন সে-সব দিন চলে গেছে। ফোনেই সব সেরে নিচ্ছে মানুষ। উন্নততর প্রযুক্তি এসে কোথাও যেন আমাদের সামাজিক বন্ধন এবং আন্তরিকতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

ইতি সামন্ত, বাঁকুড়া

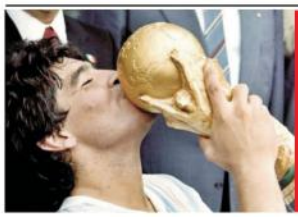

স্টেডিয়াম

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি সেঞ্চুরি

ধ্রুব জুয়েল, কে এল রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা

আমেদাবাদ- ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আমেদাবাদ সাক্ষী রইলো তিনটি সেঞ্চুরির। একইদিনে সেঞ্চুরি করলেন এ এল রাহুল, ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা, এই তিনটি সেঞ্চুরিকে ঘিরে গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে দর্শকরা উৎসবে মাতলেন।

নিউজিল্যান্ডকে ধরাশায়ী করে শেষ চারে ভারত

পরামর্শ করে নিচ্ছেন স্মৃতি ও প্রতীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি- হঠাৎ করে জ্বলে উঠলেন ভারতের ওপেনিং ব্যাটার স্মৃতি মন্ধানা এবং প্রতীক্ষা জয়সওয়াল। দু'জনেই সেঞ্চুরি করলেন। বৃষ্টিতে ভেজা মাঠে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচে ৪৯ ওভারে ভারত করল ৩৪০-৩। জবাবে নিউজিল্যান্ড ৪৪ ওভারে ২৭১-৮। ৫৩ রানে জিতে চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলেন হরমনপ্রীত কাউররা। এই জয়ের পর ছ'ম্যাচ জিতে ভারতের পয়েন্ট হল ৬। স্মৃতি এই ম্যাচে করেছেন ১০৯ রান এবং প্রতীক্ষা করেছেন ১১২ রান। তিন নম্বরে নেমে ভালো খেলেছেন জেমাইমা রদ্রিগ্রেস (৭৬)। নিউজিল্যান্ড মারিয়া চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

ক্লাসিকো রিয়ালে দাপট এমবাপেদের

একাই একশো এমবাপে

সান্তিয়াগো বের্ণাবাউ- গত চার মরসুমে এল ক্লাসিকোয় জয়ের মুখ দেখেনি রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে গত ২৬ অক্টোবর ঘরের মাঠে যোগ্য জবাব দিল রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ হিসেবে বার্সেলোনার লক্ষ্য ছিল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে বার্সেলোনাকে হারিয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। এর ফলে ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট পেয়ে তালিকায় শীর্ষের স্থান মজবুত করল রিয়াল মাদ্রিদ। খেলার শেষে দু'দিনের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যায় যা খেলার শেষেও কমেনি।

নরওয়েতে আয়োজিত বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১৯৯ কেজি ওজন তুলে রূপো জিতলেন মীরাবাঈ চানু

মূলপর্বে দুই দেশ

নয়াদিল্লি- ২০২৬-এ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করল নেপাল এবং ওমান। যোগ্যতা অর্জন পর্বে সুপার সিক্সের খেলা শুরুর আগেই মূলপর্বে খেলার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতা থেকে আরও একটি দল মূল পর্বে উঠবে। নেপাল এবং ওমান ফুটবলে সম্প্রতি বেশ উন্নতি করেছে।

মেসি থাকছেন

দর্শকদের আশ্বস্ত করছেন মেসি

ফ্লোরিডা- সমস্ত গুজবকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আরও তিনবছর ইন্টার মায়ামিতেই খেলবেন লিয়োনেল মেসি। এবার জল্পনা নতুন করে ফের শুরু হয়েছে। তাহলে ২০২৬-এ মেসি বিশ্বকাপ খেলবেন? আমেরিকার মেজর লিগ সকারের ক্লাবের পক্ষে জানানো হয়েছে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি নবীকরণ করেছেন মেসি।

মেসির নামে কাপ

আর্জেন্টিনা- নিজের নাম দিয়ে 'মেসি কাপ' প্রতিযোগিতা শুরু করলেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি। আগামী ৯-১৪ ডিসেম্বর ফ্লোরিডায় শুরু হবে অনূর্ধ্ব ১৬ এই আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বার্সেলোনা, ম্যানসিটি, ইন্টার মায়ামি, চেলসি, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মতো ৮টি ক্লাব।

যৌন নিগ্রহের অভিযোগ

ইন্দোর- একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে আসা অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটারকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘটল। ঘটনাটি ঘটেছে ২৩ অক্টোবর ইন্দোরের খাজরানা রোড অঞ্চলে। পথচারীদের কাছ থেকে পুলিশ খবর নিয়ে অভিযুক্ত আকিল খানকে ২৪ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারতীয় বোর্ড ও মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা।

প্রয়াত বার্নাড জুলিয়েন

বার্নাড জুলিয়েন

ত্রিনিদাদ- ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক বার্নাড জুলিয়েন (৭৫) প্রয়াত হলেন। উত্তর ত্রিনিদাদে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপজয়ী ক্লাইভ লয়েডের দলের সদস্য ছিলেন জুলিয়েন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক লয়েড।

জেমাইমার কৃতিত্বে ফাইনালে ভারত

জয়ের আনন্দে কাঁদছেন জেমাইমা

মুম্বই- মেয়েদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত থেকে ভারতকে জেতালেন জেমাইমা রদ্রিগেস। তিনি অপরাজিত ১২৭। এই রানের জন্যই ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছল ভারত। এই নিয়ে তিন বার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। নিরাশ হন নি মাঠের ৩৫ হাজার দর্শক। সবাই গলা মিলিয়ে জেমাইমাকে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। জেমাইমার সেঞ্চুরি প্লান করে দিয়েছে অস্ট্রেলীয় ওপেনার লিচফিল্ডের ১১৯ রানের ইনিংস। ভারতের হয়ে ম্যাচ টিকিয়ে রাখেন জেমাইমা ও হরমনপ্রীত।

সিডনিতে ভারতের দুর্দান্ত জয়

রোহিত ও কোহলি

সিডনি- সিডনিতে উপস্থিত প্রায় ৫০ হাজার দর্শক ২৫ অক্টোবর মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যেটা, সেটাই হল। শুধু সিডনির দর্শক কেন গোটা দেশের মানুষই চেয়েছিলেন যে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজেদের শেষ ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠা। শেষ পর্যন্ত তাঁদের অপরাজিত ১৬৮ রানের পার্টনারশিপ, ৯ উইকেটে জয়। রোহিত শর্মা করেছেন ১২১ আর বিরাট ৭৪। যাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা চলছিল, শেষ পর্যন্ত থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ ওয়ান ডে-তে তাঁরাই জেতালেন। সাত মাস পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাটা মোটেই আশাপ্রদ হয় নি। পারথ এবং অ্যাডিলেডে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। সমস্ত জবাবই দিয়ে দিলেন সিডনিতে। ম্যাচের সেরা এবং সিরিজের সেরাও হয়েছেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার ২৩৬ রানের জবাবে ৩৮.৩ ওভারেই জয়ের রান তুলে নেয় ভারতীয় দল। বহুদিন পরে রোহিত ও কোহলি জুটির দাপট দেখল ক্রিকেটপ্রেমীরা। রানের হিসেবে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন-সৌরভ জুটির পর নাম রয়েছে রোহিত-কোহলি জুটির। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের এখনও অনেক সময় বাকি। ফলে এই জুটির ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নটি রয়েই গেল।

মোহনবাগানে আই এফ এ শিল্ড

এবছর ২১তম আই এফ এ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গত ১৮ অক্টোবর ট্রাইবেকারে ইস্টবেঙ্গলকে ৫-৪-এ হারায় তারা। ২৩ অক্টোবর ময়দানে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে শোভা পাচ্ছে ১২৫ তম আই এফ এ শিল্ড।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী
অবৈতনিক শিক্ষা, বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা এবং বিদ্যালয়ের পোষাক
হরনাথ হাইস্কুল
(গভর্মেন্ট স্পন্সরড ও আবাসিক)
৭৮, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৬ ৮৫৭৯৩ / ৯৮৩০১ ৭৩৩০৪

বিজয়া সম্মেলনীর মহামিলনের মঞ্চ থেকে কয়েকটি ঝলক

(বাঁ থেকে ডানে) বক্তৃতারত বিধায়ক অশোক দেব পাশে হস্তরেখা বিশারদ অনিমেষ শাস্ত্রী, আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীন দুর্গাপূজা উদ্যোক্তার ভাষণ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করছেন চেরবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কর্তারা, টালা ১৫ পল্লীর কর্মকর্তার সৌহার্দ্য বিনিময়, গিরিশপার্ক ৫ স্টার-এর উদ্যোক্তার বক্তব্য

(বাঁ থেকে ডানে) সম্বর্ধনা ঠাকুরপুকুর এস বি পার্ক সার্বজনীন-এর কর্তাদের, বক্তব্যরত কানুনগো পার্ক সার্বজনীন পুজোর কর্তারা, বিজয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছেন সচেতনের সদস্যবৃন্দ

(বাঁ থেকে ডানে) শ্যামাপল্লী শ্যামা সংঘের কর্তাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য তিনকড়ি দত্ত, বক্তব্য রাখছেন উল্টোডাঙ্গা সংগ্রামীর সদস্যরা , মেমেন্টো হাতে টালা প্রত্যয়ের কর্তাদ্বয়, বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ করছেন অভিনেত্রী মৌসুমী দত্ত ও প্রিয়াঙ্কা দাস

(বাঁ থেকে ডানে) আমাদের অতিথি উত্তর কলকাতা উদয়ের পথে-র সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত গোয়াবাগান শারদোৎসব সম্মিলনীর সদস্যবৃন্দ, বক্তব্য রাখছেন পৌরপিতা মোহনকুমার গুপ্তা

অতীতের অ্যালবাম থেকে

সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডার অভিনেতা প্রয়াত আসরানিকে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) গোপাল সাহা, ৭) সুদীপা কর্মকার, ৮) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৯) অশোক পাল, ১০) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১১) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১২) সুকোমল দে, ১৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৪) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৫) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৬) নবনীতা পাল, ১৭) রণিতা মিত্র, ১৮) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ১৯) দেবশঙ্কর নন্দী, ২০) অদিতি বসু, ২১) মিতালি পাল, ২২) সৌমিত্র বসু, ২৩) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৪) আবীর চ্যাটার্জি, ২৫) সঞ্জয় সাহা, ২৬) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৭) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৮) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৯) তৃষ্ণা বসু, ৩০) ঝর্ণা সাহা, ৩১) অনুরাধা মণ্ডল, ৩২) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৩) রেবা রায়, ৩৪) বৈজন্তী নন্দন, ৩৫) কণিকা বিশ্বাস, ৩৬) সীমা সাহা, ৩৭) ঝুমা দে, ৩৮) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৯) স্বপন দে, ৪০) জয়দেব দে, ৪১) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪২) অবন্তী পাল, ৪৩) লীলাবতী মল্লিক, ৪৪) কেয়া ঘোষ, ৪৫) সুরজিৎ দত্ত, ৪৬) মুনমুন হোড়, ৪৬) দিলীপ হোড়, ৪৮) সাগর দত্ত, ৪৯) নীলিমা বর্মণ, ৫০) রজত বোস, ৫১) পাপান বৈরাগী, ৫২) অয়ন ধর, ৫৩) প্রীতম ধর, ৫৪) রীতা ব্যানার্জি, ৫৪) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৫) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.